মদীনায় এক ইয়াতীম ছেলের একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে লাগোয়া বাগানের মালিক ছিলেন **আবু লুবাবা** নামের এক লোক। ইয়াতীম ছেলেটি চিন্তা করল, আমি জমির সীমানা বরাবর প্রাচীর নির্মাণ করে বাগানটি আলাদা করে নেব, যাতে প্রত্যেকের অংশ পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচীর দিতে গিয়ে দেখা গেল, **প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ সীমানার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, যার কারণে প্রাচীরটি সোজা হচ্ছে না।**

ছেলেটি প্রতিবেশী আবু লুবাবার কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বলে গাছটি কিনতে চাইল যাতে প্রাচীরটি সোজা হয়। কিন্তু আবু লুবাবা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না। কোনো উপায় না পেয়ে সেই ইয়াতীম রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বুঝিয়ে বলল। আল্লাহর রাসুল ﷺ আবু লুবাবাকে ডেকে পাঠালেন। সে মসজিদে নববীতে আসলে নবী করীম ﷺ সেই খেজুর গাছটি অর্থের বিনিময়ে হলেও ইয়াতীম ছেলেটিকে দিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। আবু লুবাবা যথারীতি রাজি হলো না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এক পর্যায়ে বললেন, "***তোমার ভাইকে ওই খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের জিম্মাদার হব।***"

বিস্ময়কর হলেও আবু লুবাবা তারপরেও সেই খেজুর গাছ দিতে রাজি হলো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই পর্যায়ে চুপ হয়ে গেলেন।

উপস্থিত সাহাবীগণ নিশ্চুপ থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে আবু দাহদাহ (রাঃ)-ও ছিলেন। মদীনায় তাঁর খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুর গাছ ছিল। সুস্বাদু খেজুরের কারণে বাগানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মদীনার বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ কামনা করত — যদি এ বাগানটি আমার হতো! আবু দাহদাহ (রাঃ) ঐ বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে নিজের ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন।

আবু দাহদাহ (রাঃ) হঠাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, "***হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! আমি যদি আবু লুবাবার কাছ থেকে ঐ খেজুর গাছটি কিনে এই ইয়াতীমকে দিয়ে দেই, তাহলে আমিও কি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের মালিক হবো?***"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "***হ্যাঁ, তোমার জন্যও জান্নাতে খেজুর গাছ থাকবে।***"

আবু দাহদাহ (রাঃ) সাথে সাথে আবু লুবাবাকে বললেন, "*আপনি আমার সম্পূর্ণ বাগানটি গ্রহণ করুন এবং সেই খেজুর গাছটি আমাকে দিন।*"

লোকজন যখন তার কথার ব্যাপারে সাক্ষী হলো, তখন আবু লুবাবা বলল, "*হ্যাঁ, আমি তোমার খেজুর গাছের বাগান গ্রহণ করলাম এবং ঐ খেজুর গাছটি তোমাকে দিয়ে দিলাম।*"

আবু দাহদাহ (রাঃ) যখন ঐ খেজুর গাছের মালিক হয়ে গেলেন, তখন ইয়াতীমকে বললেন, "*এখন থেকে ঐ খেজুর গাছটি তোমার। আমি তা তোমাকে উপহার দিলাম। এখন তোমার বাগানের প্রাচীর সোজা করতে আর কোনো বাধা নেই।*"

নবী ﷺ-এর আনন্দঘন ঘোষণা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ —

"*আবু দাহদাহর জন্য জান্নাতে এখন কত বিশাল বিশাল খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে!*"

বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, এ কথাটি তিনি এক, দুই বা তিনবার বলেননি; বরং খুশি হয়ে বারংবার বলেছেন।

আবু দাহদাহ (রাঃ) সেখান থেকে বের হয়ে সদ্য বিক্রি করে দেওয়া সেই বাগানে ফিরে গেলেন। বাড়ির দরজায় এসে স্ত্রীকে ডাক দিলেন, "*হে উম্মে দাহদাহ! বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আসো। আমি দুনিয়ার এই বাগান বিক্রি করে দিয়েছি।*"

তার স্ত্রী বললেন, "*আপনি কার কাছে এটি বিক্রি করেছেন?*"

আবু দাহদাহ (রাঃ) বললেন, "*আমি জান্নাতে একটি খেজুর বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি।*"

তাঁর স্ত্রী বললেন, "*আল্লাহু আকবার! কতই না লাভজনক এই বেচাকেনা!*"

ঘটনা থেকে শিক্ষা

এই ঘটনায় তিনটি মহান গুণ ফুটে উঠেছে:

১. ইয়াতীমের প্রতি মমতা – একজন নিঃস্ব এতিমের সমস্যা নিজের মাথায় তুলে নেওয়া।

২. দুনিয়াবিমুখতা – ৬০০ খেজুর গাছের বাগান – মদীনার সবচেয়ে দামি সম্পদ – মাত্র একটি খেজুর গাছের জন্য দিয়ে দেওয়া।

৩. স্ত্রীর ঈমানদীপ্ত প্রতিক্রিয়া – স্বামীর সিদ্ধান্তে কোনো অনুযোগ নয়, বরং "আল্লাহু আকবার" বলে সমর্থন।